আরেক রকম

সপ্তম বর্ষ দ্বাবিংশ সংখ্যা
১৬-৩০ নভেম্বর ২০১৯ ১-১৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬

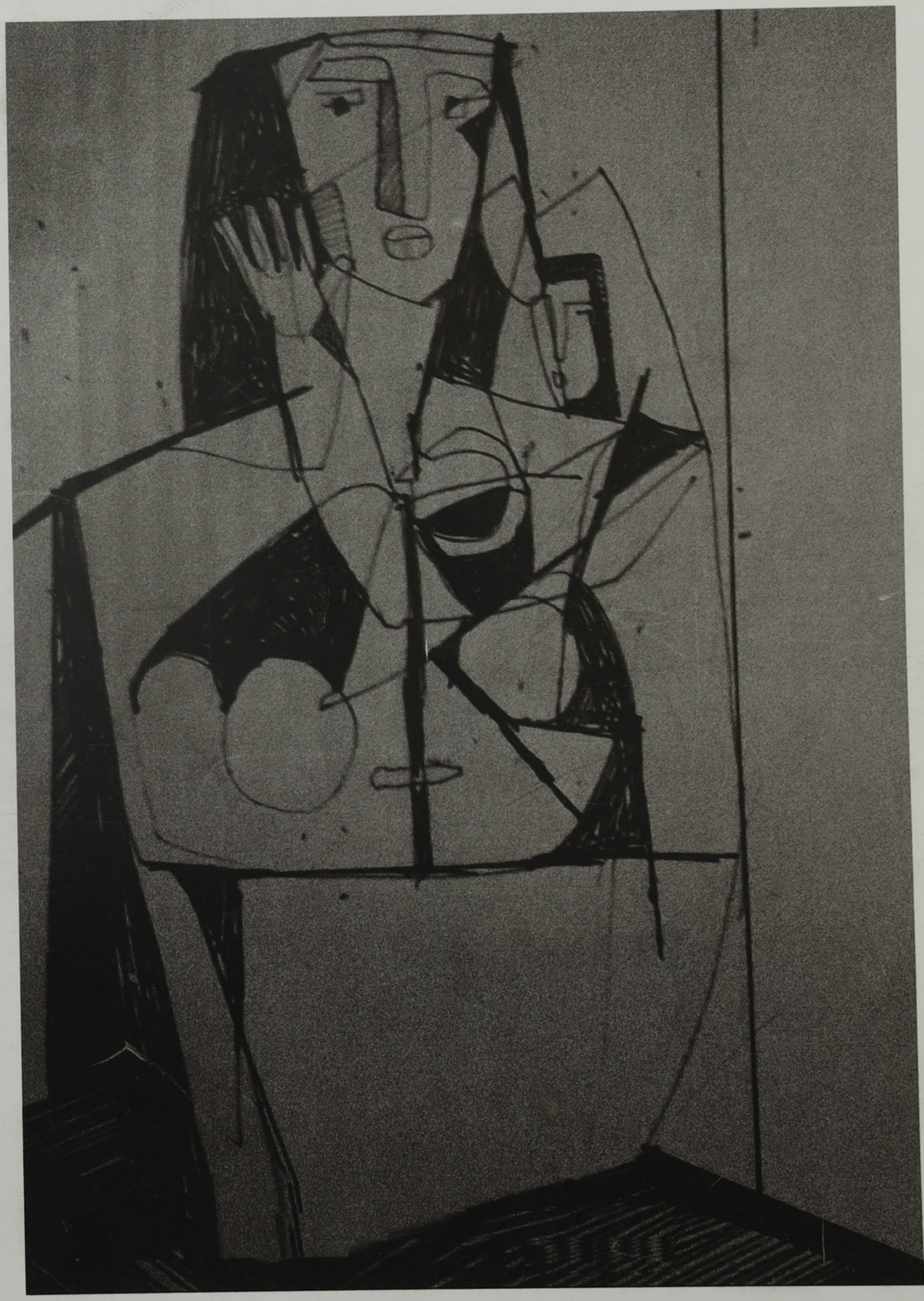

মূল্য : ২০ টাকা

চিঠির বাক্সো

আরেক রকম, বিশেষ সংখ্যার (১ অক্টোবর) জন্য সম্পাদকমণ্ডলীকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাই। আমাদের মতো পাঠকদের হাতে উৎসবের প্রাকমুহূর্তে চিন্তার যে অসাধারণ উপকরণ আপনারা আমাদের সামনে পেশ করেছেন তার জন্য ধন্যবাদ জানানোর ভাষা পাওয়া মুশকিল। বিশেষ করে কয়েকটি লেখা হৃদয় ও মনন দুইকেই ছুঁইয়ে যায়, যেমন মালিনী ভট্টাচার্য রচিত 'পিসির কথা'-য় এক লড়াকু প্রজন্মের সাধারণ নারীদের জীবনের কাহিনি পড়ে শ্রদ্ধা ও বেদনায় চোখ ভিজে যায়নি, এরকম পাঠক নেই। আবার, আজিজুর রহমান খানের ক্ষুরধার বিশ্লেষণাত্মক রচনা, অরুণ সোমের রাশিয়ার ডাইরি এবং অক্ষয়কুমার দত্তকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আশীষ লাহিড়ীর নিবন্ধ অথবা অনির্বাণ চট্টোপাধ্যায়ের অনবদ্য প্রবন্ধ মনকে নাড়া দেয়— ভাবতে বাধ্য করে।

রাজনীতির প্রেক্ষাপটে *আরেক রকম*-এর দুটি বিশেষত্ব আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে। প্রথাগত বামপন্থী পার্টিগুলির দৈন্যের সমালোচনা সত্ত্বেও বামপন্থার প্রতি আপোশহীন দায়বদ্ধতা এবং মার্কসীয় ও রাজনৈতিক তত্ত্বের নতুন বিষয়ের উপরে আলোচনা। এই ক্ষেত্রে উক্ত সংখ্যায় মইদুলবাবুর লেখাটি পড়ে সমৃদ্ধ হলাম। লোকবাদ কাকে বলে, তার তত্ত্ব কী, তা অত্যন্ত সহজভাবে মইদুলবাবু ব্যাখ্যা করেছেন। তবু মনে খানিক খটকা রয়ে গেল।

মইদুলবাবু লিখেছেন, '১৯৭৭ সালে নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টি একটি জনপ্রিয়তাবাদী রাজনীতি সফল করতে পেরেছিল।' আবার, '২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে পরিবর্তনের স্লোগান একটি জনপ্রিয় দাবিতে পরিণত হল যখন মানুষ ঠিক করল যে আর নয়, বামফ্রন্ট সরকারকে অনেক সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এবার সরকার পরিবর্তন দরকার।' অর্থাৎ, মইদুলবাবু মনে করছেন যে জনপ্রিয়তাবাদ বা লোকবাদের রাজনীতির মাধ্যমেই বামফ্রন্ট ক্ষমতায় এসেছিল আবার একই ধারায় বামকে হারিয়ে ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল। এমনকী মইদুলবাবু বলছেন, 'জনপ্রিয়তাবাদ ছাড়া তাদের (অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলির) ওই সফলতা যথাযথ বিশ্লেষণ করা যাবে না।'

এখানেই সমস্যা। জনপ্রিয়তাবাদ যদি বামফ্রন্ট, তৃণমূল, বিজেপি সবার নির্বাচনী জয়কে ব্যাখ্যা করার তত্ত্ব হয়, তবে তা আর তত্ত্ব রইল কই? কারণ মইদুলবাবুর সংজ্ঞা অনুযায়ী জনগণের সংহতি একটি ক্ষমতার বৃত্তের বিরুদ্ধে তৈরি হয়ে একটি সমষ্টিগত রাজনৈতিক চালিকাশক্তি হিসেবে উত্তরণই হল জনপ্রিয়তাবাদ বা লোকবাদ। এবারে ভোটের বাক্সের মধ্যে যদি সেই তত্ত্বের প্রয়োগ ঘটাই তাহলে সবসময়েই জয়ী পক্ষ জনপ্রিয়তাবাদের প্রয়োগ করছিল বলা যায়, কারণ তারাই সর্বাধিক ভোট পেয়েছে বা সর্বাধিক মানুষকে কোনো দাবিতে একত্রিত করতে পেরেছে। তাই মইদুলবাবুর কথা মেনে নিলে মানতে হয় যে জয়ী মাত্রেই সে জনপ্রিয়তাবাদী। তাই যদি হয়, তবে জনপ্রিয়তাবাদের তাত্ত্বিক প্রাসঙ্গিকতা কী থাকল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। এই বিষয় আগামীদিনে আরো নিবন্ধ *আরেক রকম*-এর পাতায় আমরা দেখতে পাব, এই আশা জানিয়ে আপাতত এখানেই ইতি টানছি।

নিখিলেশ চৌধুরী
কলকাতা